গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
প্রশাসন-৪ শাখা
www.plandiv.gov.bd

নং-২০.০০.০০০০.৩০৫.৩২.২৪০.১৩.২০৯

তারিখঃ ১৩ কার্তিক ১৪৩৩ / ২৯ অক্টোবর ২০২৬

অফিস আদেশ

যেহেতু, জনাব খাইরুল বশর, অফিস সহায়ক, প্রশাসন-৩ অধিশাখা, পরিকল্পনা বিভাগে কর্মরত রয়েছেন। তিনি গত ২৮/০৪/২০২৫ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি কোনো প্রকার অনুমোদন ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন। তাঁর উক্ত অননুমোদিত অনুপস্থিতির বিষয়ে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮"-এর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রশাসন-৩ শাখা হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়; এবং

০২. যেহেতু, জনাব খাইরুল বশর, অফিস সহায়ক, প্রশাসন-৩ অধিশাখা, পরিকল্পনা বিভাগ কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮"-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী কেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, সে বিষয়ে কারণ দর্শানোর জন্য প্রশাসন শাখা-৪ কর্তৃক ১৭/০৬/২০২৫ খ্রি. তারিখে পত্র জারি করা হয়। উক্ত পত্রে নির্ধারিত ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিত ব্যাখ্যা দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হলেও তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো জবাব/ব্যাখ্যা দাখিল করেননি; এবং

০৩. যেহেতু, জনাব খাইরুল বশর কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেননি, সেহেতু তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তের লক্ষ্যে বিভাগীয় মামলা নং-০১/২০২৫ রুজুপূর্বক ২২/১০/২০২৫ খ্রি. তারিখে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে, অভিযুক্ত কর্মচারীকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীতে বর্ণিত অভিযোগসমূহের বিষয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণের জন্য যথাক্রমে ০৯/১১/২০২৫, ৩১/১২/২০২৫ ও ০৮/০১/২০২৬ খ্রি.তারিখে উপস্থিত হওয়ার জন্য ০৩ (তিন) দফা নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি উল্লিখিত তারিখসমূহে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে উপস্থিত হননি এবং তাঁর অনুপস্থিতির বিষয়ে কোনো সন্তোষজনক কারণও কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি; এবং

০৪. যেহেতু, জনাব খাইরুল বশর, অফিস সহায়ক, প্রশাসন-৩ অধিশাখা, পরিকল্পনা বিভাগ-এর বিরুদ্ধে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮"-এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং অভিযোগসমূহের বিষয়ে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। এ লক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগের ১২/০৮/২০২৫ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ২০.০০.০০০০.৩০৫.৩২.২৪০.১৩-২২৬-এর মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযুক্ত কর্মচারীকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক কি না, তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

০৫. যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮"-এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে প্রণীত অভিযোগ বিবরণীতে উল্লিখিত অভিযোগসমূহ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

০৬. যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮" অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা নং-০১/২০২৫ রুজু করা হয়। পরবর্তীতে তাঁকে প্রস্তাবিত দণ্ড কেন প্রদান করা হবে না, সে বিষয়ে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিলের জন্য চূড়ান্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয় (স্মারক নং-২০.০০.০০০০.৩০৫.৩২.২৪০.১৩-১৪৮, তারিখ: ০৩/০৮/২০২৬ খ্রি.)। কিন্তু তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত চূড়ান্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের কোনো জবাব দাখিল করেননি এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণেরও কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেননি। উপরন্তু, তিনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা/আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন না করে ইচ্ছাকৃতভাবে তা অবজ্ঞা করেছেন; এবং

০৭. সেহেতু, জনাব খাইরুল বশর, অফিস সহায়ক, প্রশাসন-৩ অধিশাখা, পরিকল্পনা বিভাগ-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের গুরুত্ব, তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়া এবং বিভাগীয় কার্যধারায় তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা গ্রহণ না করার বিষয়টি সার্বিকভাবে বিবেচনা করে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮"-এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(খ) অনুযায়ী গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে চাকরি হতে **"বাধ্যতামূলক অবসর"** প্রদান করা হলো।

০৮. এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২৯/১০/২০২৬
(মোঃ গোলাম মোছাদ্দেক)
অতিরিক্ত সচিব
প্রশাসন অনুবিভাগ
ফোনঃ ৪৮১১২৫০৬

জনাব খাইরুল বশর
অফিস সহায়ক
পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।

নং-২০.০০.০০০০.৩০৫.৩২.২৪০.১৩. ২০৯ (০৯)

তারিখঃ ১৩ কার্তিক ১৪৩৩ / ২৯ অক্টোবর ২০২৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ), পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
২. যুগ্মসচিব (বাজেট), পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩. উপসচিব (প্রশাসন-৩/সাধারণ শাখা-১/প্রশিক্ষণ অধিশাখা), পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিবের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৫. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, পরিকল্পনা বিভাগ, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৬. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৭. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
৮. জনাব খাইরুল বশর, অফিস সহায়ক, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা (স্থায়ী ঠিকানা: জনাব খাইরুল বশর, পিতা: আবুল হোছাইন, গ্রাম: দক্ষিণ অমজাখালী, ডাকঘর/উপজেলা: কুতুবদিয়া, জেলা: কক্সবাজার)
৯. অফিস কপি।

২৯/১০/২৬

(মোসাঃ মেহেরুন্নেছা)
সিনিয়র সহকারী সচিব